১০-০১-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা, সাকার শরীরকে স্মরণ করাও ভূত অভিমানী হওয়া, কারণ শরীর পঞ্চভূতের (পাঁচ তত্ব) দ্বারা সৃষ্ট, তোমাদের তো দেহী-অভিমানী হয়ে বিদেহী বাবাকে স্মরণ করতে হবে"

প্রশ্নঃ- সবচেয়ে সর্বোত্তম কার্য কি যা একমাত্র বাবাই করেন ?

উত্তরঃ- সমগ্র তমঃপ্রধান সৃষ্টিকে সতঃপ্রধান এবং সদা সুখী বানানোর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কার্য, যা একমাত্র বাবাই করেন । এই শ্রেষ্ঠ কার্যের কারণে তাঁর স্মৃতিচিহ্নও অনেক উঁচু উঁচু বানানো হয়েছে ।

প্রশ্নঃ- এমন কোন্ দুটো শব্দ যার মধ্যে সমগ্র সৃষ্টি-রহস্য ধরে যায় ?

উত্তরঃ- পূজ্য আর পূজারী । যখন তোমরা পূজ্য হও তখন তোমরা পুরুষোত্তম, তারপর গুণের বিচারে তোমরা মধ্যম এবং কনিষ্ঠ হও । মায়া তোমাদের পূজারী বানিয়ে দেয় ।

গীতঃ - জলসাঘরে জ্বলে ওঠে ঝাড়বাতির শিখা / পিপীলিকার পুড়ে মরা /তাহাতেই লিখা....

ওম্ শান্তি । ভগবান এখানে বসে তোমাদের বোঝাচ্ছেন, মানুষকে ভগবান বলা যায়না । এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করেরও ছবি আছে, সুতরাং তাঁদেরও ভগবান বলা যাবেনা । পরমপিতা পরমাত্মার নিবাস তাঁদের থেকেও উঁচু । তাঁকেই প্রভু, ঈশ্বর, ভগবান এইরূপ বলা হয়ে থাকে । মানুষ যখন ডাকে তখন তাদের সামনে কোনো আকার বা সাকার মূর্তি প্রতীয়মান হয়না, এইজন্য তারা মানুষ আকারকে ভগবান বলে দেয় । এমনকি সন্ন্যাসীদেরও যখন দেখে তারা বলে ভগবান, কিন্তু ভগবান স্বয়ং বোঝান যে, মানুষকে ভগবান বলা যায়না । বহু লোকে নিরাকার ভগবানকে অনেক স্মরণ করে । যারা গুরু করেনি বা ছোট বাচ্চারা, তাদেরও শেখানো হয় পরমাত্মাকে স্মরণ করার কথা । কিন্তু কোন পরমাত্মাকে স্মরণ করতে হবে তা' বলে দেওয়া হয়না । তাদের বুদ্ধিতে কোনও ছবি থাকেনা । দুঃখের সময়ে বলে হে প্রভু ! কোনো গুরু বা দেবতা, এঁদের চিত্র তাদের সামনে আসেনা । যদিও তারা অনেক গুরু করে তবুও যখন বলে 'হে ভগবান', তো কোনও গুরুকে তারা মনে করতে পারেনা । এমনকি তারা যদি তাদের গুরুকে স্মরণ ক'রেও ভগবানকে ডাকে তবুও সে মানুষ, জন্ম-মরণের চক্রে আসে । অতএব, এর অর্থ তারা পাঁচ তত্বের তৈরি শরীরকে স্মরণ করে, যাকে পাঁচভূত বলা হয়ে থাকে । আত্মাকে ভূত বলা যায়না । সুতরাং সেটা ভূতপূজা অর্থাৎ পাঁচ তত্বের পূজা হয়ে গেল । তাদের বুদ্ধিযোগ শরীরের দিকে চলে যায় । যদি তারা কোনো মানুষকে ভগবান বলে তো তার মানে এই নয় যে দেহের মধ্যে যে আত্মা আছে তাকে স্মরণ করছে । না ! আত্মা তো উভয়ের মধ্যেই আছে । যে স্মরণ করে তার মধ্যেও আছে, যাকে স্মরণ করছে তার মধ্যেও আছে । পরমাত্মাকে তো সর্বব্যাপী বলে দেয় । যতই হোক, পরমাত্মাকে পাপ আত্মা বলা যায় না । বাস্তবে, যখন তারা বলে "পরমাত্মা " তখন বুদ্ধি নিরাকারের দিকে যায় । নিরাকার বাবাকে নিরাকার আত্মা স্মরণ করে । সেটাকেই বলা হয় দেহী-অভিমানী হওয়া । সাকার শরীরকে যারা স্মরণ করে তারা ভূত-অভিমানী । ভূত (পঞ্চতত্বের শরীর), ভূতকেই স্মরণ করে, কারণ তারা নিজেকে আত্মা মনে করার বদলে পঞ্চভূতের অর্থাৎ প্রকৃতির পাঁচ উপাদানের শরীর মনে করে । তাদের নামও তো শরীরের । নিজেকেও পাঁচ তত্বের ভূত মনে করে আর তাদেরও শরীর দ্বারা স্মরণ করে । তারা দেহী-অভিমানী তো নয়,

নিজেকে নিরাকার আত্মা মনে করলে তবে তো পরমাত্মাকে স্মরণ করবে ! সব আত্মাদের সম্বন্ধ সর্বাগ্রে পরমাত্মার সাথে । আত্মা যখন দুঃখে থাকে তখনই পরমাত্মাকে স্মরণ করে, তাদের সাথেই তাঁর সম্বন্ধ । তিনি সব দুঃখ থেকে আত্মাদের মুক্ত করেন । তাঁকে অগ্নিশিখাও বলা হয় । কোনো বাতি ইত্যাদির ব্যাপার নয় । তিনি পরমপিতা পরমাত্মা । অগ্নিশিখা বললে মানুষ আবার ভাবে তিনি জ্যোতি । বাবা স্বয়ং বুঝিয়েছেন, "আমি পরমাত্মা, যাঁর নাম শিব ।" শিবকে রুদ্রও বলা হয় । সেই নিরাকারের অনেক নাম । আর কারও এত নাম নেই । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের একটাই নাম । সব দেহধারীদের একটাই নাম । এক ঈশ্বরকেই অনেক নাম দেওয়া হয়ে থাকে । তাঁর মহিমা অপরমঅপার । মানুষের একটাই ফিক্সড নাম । এখন তোমরা মরজীবা হয়েছ অর্থাৎ মরে বেঁচে আছ, সেইজন্য তোমাদের অন্য নাম দেওয়া হয়েছে যাতে তোমরা অতীতের সবকিছু ভুলে যাও । পরমপিতা পরমাত্মার সামনে তোমরা মরে বেঁচে থাকো । তাইতো তোমাদের এই জন্ম মরজীবা জন্ম । অতএব, তোমরা অবশ্যই মাতাপিতার কাছেই জন্ম নিয়েছ । বাবা এখানে বসে এই গুহ্য বিষয় তোমাদের বোঝান । দুনিয়া তো শিবকে জানেইনা । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে জানে । এমনকি তারা ব্রহ্মার দিন ব্রহ্মার রাতও বলে । তারা শুধু শুনেছে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, কিন্তু কিভাবে হয়েছে তা' জানেনা । এখন ক্রিয়েটর তো অবশ্যই নতুন ধর্ম, নতুন দুনিয়া রচনা করবেন । ব্রহ্মা দ্বারাই তিনি ব্রাহ্মণ কুল রচনা করবেন । তোমরা ব্রাহ্মণরা পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করো, ব্রহ্মাকে নয় । কারণ ব্রহ্মা দ্বারা তোমরা তাঁর হয়েছ । দেহ-অভিমানী বাইরের ব্রাহ্মণরা এইভাবে নিজেদের ব্রহ্মার বাচ্চা শিবের পৌত্র বলতে পারেনা । তারা শিব জয়ন্তী পালন করে, কিন্তু তাঁকে না জানার কারণে তারা তাঁর কদর করতে পারেনা । তাঁর মন্দিরে যায়, বুঝতে পারে তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর বা লক্ষ্মী নারায়ণ নন । তিনি নিশ্চয়ই নিরাকার পরমাত্মা । অন্য সব অ্যাক্টরদের নিজের নিজের পার্ট আছে, তারা পুনর্জন্ম নেয়, তাদের নিজ নামও দেওয়া হয় । পরমপিতা পরমাত্মা একমাত্র যাঁর ব্যক্ত নাম রূপ নেই, কিন্তু তারা মূঢ়মতি হওয়ার কারণে এটা বুঝতে পারেনা । যখন পরমাত্মার স্মৃতিচিহ্ন আছে তো তিনি অবশ্যই এসেছিলেন, স্বর্গ রচনা করেছিলেন । নয়তো স্বর্গ কে রচনা করবে ? তিনি এসে আরও একবার এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেছেন । এটা যজ্ঞ বলা হয়ে থাকে কারণ এখানে স্বাহা হতে হয় । অনেক মানুষই যজ্ঞেরআয়োজন করে । সেইসবই ভক্তি মার্গের স্থূল যজ্ঞ । এই যজ্ঞ পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং এসে রচনা করেন, বাচ্চাদের পড়ান । যখন যজ্ঞ রচনা হয় ব্রাহ্মণরা শাস্ত্র এবং ধর্মীয় কথা ইত্যাদি শোনায় । বাবা নলেজফুল । বলা হয় গীতা ভাগবৎ এবং শাস্ত্রাদি সব ভক্তিমার্গের । মেটিরিয়াল যজ্ঞও অর্থাৎ যে যজ্ঞে বস্তুসমগ্রী আহুতি দেওয়া হয়, তা' ভক্তিমার্গের । এখন ভক্তিমার্গেরই সময় । যখন কলিযুগ অন্ত হয়ে আসে তখন ভক্তিও শেষ হয়ে আসে, তখনই ভগবান এসে তোমাদের সাথে মিলিত হন কারন তিনিই ভক্তির ফল দেন । তাঁকে জ্ঞান সূর্য বলা হয়ে থাকে । জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্র এবং লাকি নক্ষত্র । আচ্ছা জ্ঞান সূর্য তো বাবা ! তাহলে মা-ও হতে হবে, জ্ঞান চন্দ্র । সুতরাং বাবা যে তনে প্রবেশ করেছেন তিনি হয়ে যান জ্ঞান চন্দ্র মাতা আর বাকি সব বাচ্চারা লাকি নক্ষত্র । এই হিসেবে জগদম্বাও লাকি নক্ষত্র কারণ ইনিও তো বাচ্চাই, তাই না ! নক্ষত্রদের মধ্যেও কেউ কেউ অতি তীব্র হয় । সাধারণতঃ এখানেও নম্বরভিত্তিক । আকাশের সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্র সবই স্থূল সেক্ষেত্রে এইসবকিছু জ্ঞানের বিষয় । একইভাবে, সেইসব জলের নদী আর এখানে জ্ঞানের নদী, যা জ্ঞান সাগর থেকে বেরিয়েছে । লোকে শিবজয়ন্তী পালন করে, তবে তো অবশ্যই সেই তিনি, সমগ্র সৃষ্টির বাবা আসেন । এসে নিশ্চয়ই স্বর্গ রচনা করেন । বাবা আসেনই আদি দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করতে, যা এখন অবলুপ্ত হয়েছে । গভর্নমেন্টও কোনো ধর্ম মানেনা । তারা বলে, তাদের কোনো ধর্ম নেই । তারা ঠিক বলে । বাবাও বলেন, ভারতের আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম এখন

লুপ্ত হয়েছে । ধর্মে ক্ষমতা থাকে । ভারতবাসী যখন তাদের দৈবী ধর্মে ছিল তো খুব সুখী ছিল । ওয়ার্ল্ড আলমাইটি অথরিটি ছিল যখন পুরুষোত্তম রাজত্ব করতেন । শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণকেই পুরুষোত্তম বলা হয়ে থাকে । শ্রেষ্ঠত্বের নম্বরভিত্তিতে উঁচু নিচু তো হয়ই । সর্বোত্তম পুরুষ, উত্তম পুরুষ, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ পুরুষ । সর্বপ্রথম সর্বোত্তম পুরুষ যে হয় সেই আবার মধ্যম কনিষ্ঠ হয় । অতএব, লক্ষ্মী নারায়ণ পুরুষোত্তম । সকল পুরুষের মধ্যে উত্তম । তারপর নীচে নামতে নামতে দেবতা থেকে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় থেকে আবার বৈশ্য, তারপর শূদ্রতে এসে একেবারে কনিষ্ঠ হয়ে যায় । সীতা এবং রামকেও পুরুষোত্তম বলা যাবে না । রাজাধিরাজ, সর্বোত্তম সতঃপ্রধান পুরুষোত্তম হলেন লক্ষ্মী নারায়ণ । এই সবকিছু তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, কিভাবে এই সৃষ্টিচক্র চলে । সর্বাগ্রে উত্তম তারপর মধ্যম, তারও পরে কনিষ্ঠ হয় । "এই সময় সারা দুনিয়া তমঃপ্রধান" - এই কথা বাবা বোঝান । তোমরা মানুষকে বলতে পারো, বাবা অর্থাৎ যাঁর তোমরা জন্মজয়ন্তী পালন করো, আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে পরমপিতা পরমাত্মা শিব এখানে এসেছিলেন । নয়তো কেন তারা শিবজয়ন্তী পালন করবে ! পরমপিতা পরমাত্মা অবশ্যই বাচ্চাদের জন্য উপহার নিয়ে আসেন এবং অবশ্যই সর্বোত্তম কার্য করেন । সমস্ত তমোপ্রধান সৃষ্টিকে সতঃপ্রধান এবং সদা সুখী বানান । তিনি যত উঁচু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ তাঁর স্মৃতিচিহ্নও তত উঁচু ছিল, যে মন্দির তারা লুট করে নিয়ে গেছে । মানুষ অন্যের ওপর চড়াও হয়ই ধনসম্পদের জন্য । ফরেন থেকেও এসেছে ধনের জন্য, সেই সময়ও অনেক ধন ছিল । কিন্তু মায়া রাবণ ভারতকে কড়িতুল্য বানিয়ে দিয়েছে । বাবা এসে হীরেতুল্য বানান । কেউ এমন শিববাবাকে জানেনা । বলে দেয় সর্বব্যাপী, এটা বলাও ভুল । এক সদগুরুই তরী পার করে দেন, সেক্ষেত্রে তোমাকে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য অনেকে আছে । সবাই বিষ সাগরে ডুবে আছে । এই কারণে তারা বলে, এই অসার সংসার বিষয় সাগর থেকে ওই পারে নিয়ে চলো যেখানে ক্ষীর সাগর আছে । গায়নও আছে, বিষ্ণু ক্ষীর সাগরে থাকতেন । স্বর্গকে ক্ষীরসাগর বলা হয়ে থাকে, যেখানে লক্ষ্মী- নারায়ণ রাজত্ব করতেন । এরকম নয় যে, বিষ্ণু ক্ষীর সাগরে বিশ্রাম নিতেন । তারা তো বিরাট বড় দীঘি বানিয়ে বিষ্ণুকে এর মধ্যে রেখে দেয় । বিষ্ণুকে বানায়ও অনেক লম্বা চওড়া । এতবড় লক্ষ্মী -নারায়ণ তো হয়না । খুব বেশি হলে ছ'ফুট হবে ! পাণ্ডবদেরও বড় বড় মূর্তি বানায় । রাবণের কতবড় মূর্তি বানায় ! তাদের নাম যত তাৎপর্যপূর্ণ, তাদের ছবিও ততো বড় বানায় । বাবার নাম যদিও অনেক বড় তবুও তাঁর ছবি ছোট । তারা তো বোঝানোর জন্য তাঁর এতবড় রূপ দিয়ে দিয়েছে । বাবা বলেন, এতবড় রূপ আমার নয় । আত্মা যেমন ছোট তেমনই, আমি - পরমাত্মাও স্টারের মতো । তাঁকে সুপ্রিম সোল বলা হয়ে থাকে, তিনি হলেন সবচেয়ে উঁচু । সারা জ্ঞান তাঁর মধ্যেই ধরা আছে । তাঁর মহিমা গাওয়া হয়েছে, তিনি মনুষ্যসৃষ্টির বীজরূপ, জ্ঞানের সাগর, চৈতন্য আত্মা । যতই হোক, তিনি তখনই শোনাতে পারবেন যখন অর্গ্যান্স নেবেন । যেমন বাচ্চারাও ছোট অর্গ্যান্স দ্বারা কথা বলতে পারেনা, বড় হলে তখন শাস্ত্রাদি পড়ে তার পুরানো স্মৃতি মনে আসে । তাইতো বাবা এখানে বসে বাচ্চাদের বোঝান আমি আবারও একবার পাঁচ হাজার বছর বাদে তোমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছি । কৃষ্ণ তোমাদের কোনো রাজযোগ শেখাননি । তিনি তো প্রারব্ধ ভোগ করেন । ৮ জন্ম সূর্যবংশী, ১২ জন্ম চন্দ্রবংশী তারপর ৬৩ জন্ম বৈশ্য, শূদ্রবংশী হয়েছেন । এখন সবার অন্তিম জন্ম । এই জ্ঞান এখনও কৃষ্ণ-আত্মা শুনছে, তোমরাও শুনছ । এটা হলো সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণগোষ্ঠী । এরপর তোমরা ব্রাহ্মণ থেকে গিয়ে দেবতা হবে । ব্রাহ্মণ ধর্ম, সূর্যবংশী দেবতা ধর্ম এবং চন্দ্রবংশী ক্ষত্রিয় ধর্ম, এই তিন ধর্মের স্থাপক 'এক' , পরমপিতা পরমাত্মা । সুতরাংএই তিনের শাস্ত্রও এক হওয়া উচিৎ । আলাদা আলাদা কোনো শাস্ত্রই নেই । এমন মহান ব্রহ্মা সকলের বাবা, প্রজাপিতা । তাঁরও কোনো শাস্ত্র নেই । গীতাতেই একমাত্র উল্লেখ আছে, 'ভগবানুবাচ' । ব্রহ্মা ভগবানুবাচ বলা হয়নি । এটা শিব

ভগবানুবাচ ব্রহ্মা দ্বারা, যাঁর মাধ্যমে শূদ্রকে কনভার্ট করে ব্রাহ্মণ বানানো হয়, ব্রাহ্মণ দেবতা হয় এবং অন্যরা যারা ফেল করে তারা ক্ষত্রিয় হয় । তাদের দু'কলা কমে যায় । কত স্পষ্টভাবে তিনি বোঝান । উঁচু থেকেও উঁচু হলেন পরমপিতা পরমাত্মা তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর । তাঁদেরও পুরুষোত্তম বলা যাবেনা । যাঁরা পুরুষোত্তম হন পরে তাঁরা কনিষ্ঠও হয়ে যান । মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন লক্ষ্মী -নারায়ণ, যাঁদের মন্দিরও আছে । কিন্তু তাঁদের মহিমা কেউ জানেনা । তারা শুধুই পূজা করতে থাকে । এখন তোমরা পূজারী থেকে পূজ্যতে পরিণত হচ্ছ । মায়া আবার পূজারী বানিয়ে দেয় । ড্রামা এইভাবেই তৈরি হয়ে আছে । যখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে আসে তখনই আমাকে আসতে হয় আর তারপর বৃদ্ধি অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যায় । বাচ্চারা এরপরে এসে তোমাদের নিজের নিজের পার্ট রিপিট করতে হবে । এটা পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং এখানে বসে তোমাদের বোঝান, লোকে যাঁর জন্মজয়ন্তী ভক্তিমার্গে পালন করে; তারা এই জয়ন্তী পালন চালিয়ে যেতে থাকে । স্বর্গে কারও জয়ন্তী পালন করা হয় না । কৃষ্ণ, রাম এঁনাদেরও জয়ন্তী পালন হবেনা । তাঁরা নিজেরাই সেখানে প্র্যাকটিক্যাল রূপে বিদ্যমান থাকবেন । তাঁরা এখানে হয়ে ফিরে গেছেন, এই কারণেই লোকে তাঁদের জয়ন্তী পালন করে । ওখানে বছর বছর কৃষ্ণের বার্থডে উদযাপন হবেনা । তাঁরা তো সেখানে সদা খুশিতেই থাকেন, সেইজন্য তাঁরা বার্থডে কি পালন করবেন ! বাচ্চাদের নামকরণ তাদের মাতাপিতার দ্বারা ঠিক করা হবে । সেখানে কোনো গুরু হয়না । বাস্তবে, এই ব্যাপারগুলোর সাথে জ্ঞান বা যোগের কোনো কানেকশন নেই । যদি তোমরা জিজ্ঞাসা করতে চাও সেখানে কি ধরণের রীতিনীতি বিদ্যমান, বাবা তোমাদের বলে দেবেন , সেখানে যা রীতিনীতি সেটাই চলতে থাকবে; সেইসব সম্বন্ধে তোমাদের জিজ্ঞাসা করার কোনো প্রয়োজন নেই । মেহনত করে সবার আগে নিজেদের পদ প্রাপ্ত তো করে নাও । যোগ্য তো হও, তারপর জিজ্ঞাসা ক'রো । ড্রামাতে কোনো না কোনো নিয়ম অবশ্যই হবে । আচ্ছা ! মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং গুড মর্নিং । রূহানী বাবার রূহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ -

১) নিজেকে নিরাকার আত্মা নিশ্চয় করে নিরাকার বাবাকে স্মরণ করতে হবে । কোনো দেহধারীকে নয় । মরজীবা হয়ে অতীতের পুরানো জিনিস তোমাদের বুদ্ধি দ্বারা সরিয়ে দিতে হবে ।

২) বাবার রচিত এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে তোমাদের সম্পূর্ণ স্বাহা হতে হবে । শূদ্রকে ব্রাহ্মণ ধর্মে কনভার্ট করার সেবা করতে হবে ।

বারদানঃ - নিজের উইল পাওয়ার দ্বারা প্রত্যেককে উইল করিয়ে শ্রেষ্ঠ সেবাধারী ভব

বর্তমান সময় কোনো কোনো আত্মারা তোমার সহযোগের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষায় আছে কিন্তু তাদের নিজেদের শক্তি নেই । তাদেরকে তোমাদের নিজের শক্তির বিশেষ সহযোগ দিতে হবে এইজন্য নিমিত্ত হওয়া সেবাধারীদের মধ্যে সর্বশক্তি পাওয়ার প্রয়োজন । যেমন ব্রহ্মাবাবা লাস্টে শক্তির উইল বাচ্চাদের করে দিয়েছেন, সেই উইল দ্বারা এই কার্য চলছে, এইভাবে ফলো ফাদার । তোমাদের শক্তি আত্মাদের উইল করে দাও তো সময়ের সাথে সম্পন্ন হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ- যেখানে একতা এবং একাগ্রতার শক্তি আছে সেখানে সফলতা সহজে প্রাপ্ত হয় ।